নির্বাচন কমিশন কার্যালয়
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচন-২০২২-২৩
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সরকারি পরিবহণ পুল ভবন, ঢাকা-১০০০।

নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা

প্রকাশক : নির্বাচন কমিশন কার্যালয়
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচন ২০২২-২৩
প্রকাশ কাল : মার্চ, ২০২৩ খ্রি.

সূচিপত্র

ক: ভোটার তালিকাসংক্রান্ত নির্দেশিকা

খ: নির্বাচন পরিচালনা নির্দেশিকা

গ: আচরণ নির্দেশিকা

ঘ: পরিশিষ্ট

খ: নির্বাচন পরিচালনা নির্দেশিকা

১. মুক্তিযোদ্ধা সংসদের স্তর ও পদসমূহ

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের তিন স্তরে যথা কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, জেলা/মহানগর ও উপজেলা কমান্ডের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। বর্ণিত কমান্ড কাউন্সিলের পদগুলো নিম্নরূপ:

১.১ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

১)	চেয়ারম্যান	-	১জন
২)	ভাইস চেয়ারম্যান	-	৬জন
৩)	মহাসচিব (প্রশাসন)	-	১জন
৪)	মহাসচিব (অর্থ ও পরিকল্পনা)	-	১জন
৫)	মহাসচিব (কল্যাণ ও পুনর্বাসন)	-	১জন
৬)	যুগ্ম মহাসচিব	-	৪জন
৭)	সাংগঠনিক সম্পাদক	-	১জন
৮)	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	-	৪জন
৯)	সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য	-	১৫জন
১০)	কার্যকরী সদস্য	-	৭জন
	মোট পদ সংখ্যা	-	৪১টি

২. প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা, অযোগ্যতা ও প্রার্থীতা সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়

২.১ প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা

মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, জেলা/মহানগর ও উপজেলা কমান্ড নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার যোগ্যতা নিম্নরূপ:

(১) বাংলাদেশের নাগরিক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা হতে হবে;
(২) কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের জন্য বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত যে-কোনো উপজেলা/মহানগর ভোটার তালিকায়;
(৩) জেলা কমান্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলার উপজেলাসমূহের যে-কোনো উপজেলায় ভোটার তালিকায়;
(৪) মহানগর (৮টি বিভাগীয় শহর) কমান্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট মহানগরের ভোটার তালিকায় এবং
(৫) উপজেলা কমান্ডের জন্য সংশ্লিষ্ট উপজেলার ভোটার তালিকায় নাম থাকতে হবে।

২.২ প্রার্থী হওয়ার অযোগ্যতা (বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের গঠনতন্ত্রের ধারা-২৫ অনুযায়ী):

ভোটার তালিকাভুক্ত থাকা সত্ত্বেও কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রার্থী হওয়ার অযোগ্য হবেন, যদি তিনি

ক) মানসিক বিকারগ্রস্থ ও কোনো ফৌজদারি বা নৈতিক স্খলনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে অন্যূন দুই বৎসর সাজা প্রাপ্ত হলে এবং তার মুক্তি লাভের তিন (০৩) বৎসর অতিবাহিত না হলে সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কোনো পর্যায়ের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না;

খ) কোনো রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় বা জেলা/মহানগর পর্যায়ের কার্যকরী পরিষদের সদস্য বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের কোনো পর্যায়ের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না। তবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত পদ হতে পদত্যাগ করলে এবং নির্বাচন কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য হলে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের যে কোনো স্তরের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন;

গ) স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি বা সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীর নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি গ্রহণ না করেন।

২.৩ একাধিক কমিটি ও একাধিক পদে নির্বাচন নিষিদ্ধ

একজন ভোটার (১) কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল (২) জেলা কমান্ড (৩) মহানগর কমান্ড ও (৪) উপজেলা কমান্ড নির্বাচনে যে-কোনো একটি স্তরে এবং একটি মাত্র পদে প্রার্থী হতে পারবেন। এক ব্যক্তি একই সময়ে একাধিক পদে বা একাধিক স্তরে বিভিন্ন পদে প্রার্থী হতে পারবেন না।

৩. রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ

তিন স্তরের কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করেছে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত নির্দেশনা এবং সময়ে সময়ে প্রদত্ত অন্যান্য নির্দেশনা অনুযায়ী রিটার্নিং অফিসার, সহকারী রিটার্নিং অফিসার ও সহায়ক কর্মকর্তাগণ দায়িত্ব পালন করবেন। রিটার্নিং অফিসারগণ সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও ক্ষেত্র বিশেষে অধিক্ষেত্র সম্পর্কে নির্দেশনা দিবেন। তিন স্তরের কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচন পরিচালনার জন্য পরিপত্র দ্বারা রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হবে।

ড) ভোট গ্রহণ;

ঢ) ফলাফল প্রকাশ;

৪.২ নির্বাচনি তফশিল স্থানীয়ভাবে প্রচার

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত নির্বাচনি তফশিল অনুযায়ী মনোনয়নপত্র জমা দেয়ার সুবিধার্থে মনোনয়নপত্র দাখিলের স্থান, তারিখ ও সময় সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ স্থানীয়ভাবে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪.৩ মনোনয়নপত্র গ্রহণ ও দাখিল

বিভিন্ন পদে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক মুক্তিযোদ্ধাগণ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণীত মনোনয়ন ফর্ম **(পরিশিষ্ট-৩) নগদ দুইশত টাকার (অফেরতযোগ্য)** বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার ও সহকারী রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় হতে সংগ্রহ করতে পারবেন। মনোনয়ন ফর্ম যথাযথভাবে পূরণ করে ফর্মে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে যাবতীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারদের অফিসে জামানতের অর্থসহ জমা দিবেন। রিটার্নিং অফিসারগণ মনোনয়নপত্র প্রাপ্তির পর বাছাইয়ের স্থান, তারিখ ও সময় লিপিবদ্ধ করে প্রাপ্তি স্বীকারের অংশ প্রার্থী বা তাঁর প্রতিনিধির নিকট প্রদান করবেন।

৪.৪ মনোনয়নপত্র দাখিলের নিয়মাবলি

ক) মনোনয়নপত্রের প্রতিটি ঘর যথাযথভাবে পূরণ করতে হবে। কোনো ঘর অসম্পূর্ণ বা খালি রাখা যাবে না;

খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মনোনয়নপত্র ক্রয়ের রসিদ সংযুক্ত করতে হবে;

গ) প্রযোজ্য পদের জন্য ধার্যকৃত জামানতের অর্থ জমাদানের রসিদ সংযুক্ত করতে হবে;

ঘ) মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবকারী, সমর্থনকারী এবং প্রার্থীকে তাঁর জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর প্রদান করতে হবে;

ঙ) বর্ণিত নিয়মাবলি প্রতিপালনে ব্যর্থতায় মনোনয়নপত্র বাতিল হবে;

চ) মনোনয়পত্রে বর্ণিত তথ্য ভুল প্রমাণিত হলে মনোনয়নপত্র বাতিল হবে।

৪.৫ জামানত

মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রত্যেক প্রার্থীকে নিম্নবর্ণিত হারে রিটার্নিং অফিসার বরাবর পে-অর্ডার/ডিডি-এর মাধ্যমে জামানত প্রদান করতে হবে।

ক) কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল: চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীর জন্য ১৫,০০০/- টাকা, ভাইস চেয়ারম্যান পদপ্রার্থীদের জন্য ১০,০০০/- টাকা, মহাসচিব পদপ্রার্থীর জন্য ১০,০০০/- টাকা এবং অবশিষ্ট পদপ্রার্থীদের জন্য ৫,০০০/- টাকা।

খ) জেলা/মহানগর কমান্ড: কমান্ডার পদপ্রার্থীর জন্য ৫,০০০/- টাকা, ডেপুটি কমান্ডার পদপ্রার্থীর জন্য ৩,০০০/- টাকা এবং অবশিষ্ট পদপ্রার্থীদের জন্য ২,০০০/- টাকা।

গ) উপজেলা কমান্ড: কমান্ডার পদপ্রার্থীর জন্য ৩,০০০/- টাকা, ডেপুটি কমান্ডার পদপ্রার্থীর জন্য ২,০০০/- টাকা এবং অবশিষ্ট পদপ্রার্থীদের জন্য ১,০০০/- টাকা।

উক্ত অর্থ প্রাপ্তির প্রমাণস্বরূপ রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার রসিদ প্রদান করবেন।

৪.১০ প্রতীক বরাদ্দ

প্রত্যেক প্রার্থী/প্যানেল নিম্নবর্ণিত তালিকা থেকে পছন্দ মতো যে কোন একটি নির্বাচনী প্রতীক পছন্দ করবেন এবং প্রার্থীত প্রতীক মনোনয়ন পত্রের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করবেন। প্যানেলভিত্তিক নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্যানেল-প্রধান প্রতীক বরাদ্দের দিন লিখিত ভাবে রিটার্নিং অফিসারের নিকট প্যানেল প্রতীক বরাদ্দের জন্য আবেদন করবেন। যদি একই প্রতীকের জন্য একাধিক দাবীদার থাকে তবে প্রার্থীদের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যমে অথবা প্রয়োজন বোধে রিটার্নিং অফিসার লটারির মাধ্যমে প্রতীক বরাদ্দ করবেন। প্রয়োজনে নির্বাচন কমিশন অতিরিক্ত প্রতীক বরাদ্দ দিবেন।

৪.১০.১ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীকসমূহের তালিকা:

১. আনারস	১০. টেলিফোন	১৯. ঠেলাগাড়ি	২৮. পেঁপে	৩৭. হরিণ
২. কাপ-পিরিচ	১১. টেলিভিশন	২০. হাঁস	২৯. ফুটবল	৩৮. আলমারি
৩. চশমা	১২. তালা	২১. উড়োজাহাজ	৩০. ফেজ টুপি	৩৯. ময়ূর
৪. আপেল	১৩. ক্যারাম বোর্ড	২২. কুমির	৩১. ফ্লাক্স	৪০. একতারা
৫. ইট	১৪. দোয়াত-কলম	২৩. খরগোস	৩২. বই	৪১. করাত
৬. রেডিও	১৫. প্রজাপতি	২৪. গিটার	৩৩. বালতি	৪২. কেটলি
৭. জাহাজ	১৬. খেজুর গাছ	২৫. টিয়া পাখি	৩৪. বাঁশি	৪৩. ক্যামেরা
৮. টাইপ রাইটার	১৭. মাইক	২৬. ডাব	৩৫.বৈদ্যুতিক বাল্ব	৪৪. ক্রিকেট ব্যাট
৯. টেবিল	১৮. গ্লাস	২৭. তিরধনুক	৩৬. লাটিম	৪৫. সিংহ

৪.১০.২ জেলা/মহানগর কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীকসমূহের তালিকা:

১. ঘুড়ি	৭. খাট	১৩. বাস
২. চিংড়ি	৮. নোঙর	১৪. বৈদ্যুতিক পাখা
৩. চাঁদ	৯. পদ্ম ফুল	১৫. হেলিকপ্টার
৪. টিউব-ওয়েল	১০. পাগড়ী	১৬. বেলুন
৫. টিফিন ক্যারিয়ার	১১. পানপাতা	১৭. মোরগ
৬. তবলা	১২. বক	১৮. রেল ইঞ্জিন

৪.১০.৩ উপজেলা কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রতীকসমূহের তালিকা:

১. সেলাই মেশিন	৬. ঢেঁকি	১১. ঘোড়া
২. স্যুটকেস	৭. রজনিগন্ধা	১২. দিয়াশলাই
৩. কমলা	৮. কলস	১৩. লিচু
৪. হাতী	৯. থালা	১৪. কলার ছড়া
৫. কম্পিউটার	১০. বেঞ্চ	

সীমানা/চৌহদ্দি এবং ভোট কক্ষ প্রস্তুতের জন্য রিটার্নিং অফিসার/প্রিজাইডিং অফিসারগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। জেলা/মহানগর কমান্ড নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসারগণ নিজ নিজ অধিক্ষেত্রাধীন এলাকার ভোটকেন্দ্রের তালিকা সংগ্রহ/প্রস্তুত করবেন এবং তা নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন। ভোটারগণ যেন স্বাচ্ছন্দে ভোট প্রদান করতে পারেন তা বিবেচনায় রেখে সুপরিসর স্থান চিহ্নিত করে ভোটকেন্দ্র নির্বাচন করতে হবে।

৫.২ ভোট গ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ

প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের জন্য একজন প্রিজাইডিং এবং প্রতি কক্ষের জন্য একজন সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও দুজন পোলিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের মধ্য হতে প্রিজাইডিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে। উল্লিখিত অফিস বা প্রতিষ্ঠানের ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাদের মধ্য হতে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার ও ৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের মধ্য হতে পোলিং অফিসার নিয়োগ করতে হবে।

৫.৩ ব্যালট পেপার সংগ্রহ ও বিতরণ

জেলা প্রশাসক প্রতিনিধির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশন হতে কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের জন্য তাঁর জেলার সকল ব্যালট পেপার সংগ্রহ করবেন। অতঃপর তিনি জেলা, মহানগর ও উপজেলা কমান্ডের মুদ্রিত ব্যালট এবং সংগ্রহকৃত ব্যালট পেপারসমূহ সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার তথা জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের মধ্যে বিতরণ করবেন। রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার ভোট গ্রহণের পূর্বে ব্যালট পেপারের সংখ্যা, ব্যালট নম্বর ও মুদ্রিত বিভিন্ন তথ্য যাচাই-বাছাই করে নিশ্চিত হবেন।

৫.৪ ভোটকেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা

ভোট গ্রহণের পূর্বের দিনই বেষ্টনী, ভোট কক্ষ, ব্যালট পেপার চিহ্নিত করার গোপন কক্ষ প্রস্তুত করে রাখতে হবে। প্রিজাইডিং অফিসারগণ ব্যালট পেপার ব্যতীত সকল দ্রব্যাদি ভোট গ্রহণের পূর্বের দিন রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার/সহায়ক কর্মকর্তাদের নিকট হতে গ্রহণ করে নিরাপদ হেফাজতে রাখবেন। প্রিজাইডিং অফিসারগণ ভোট গ্রহণের দিন ভোট গ্রহণ শুরুর কমপক্ষে ২ ঘণ্টা পূর্বে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসার/সহায়ক কর্মকর্তার নিকট হতে ব্যালট পেপার গ্রহণ করে সরাসরি ভোটকেন্দ্রে নিয়ে যাবেন। রিটার্নিং অফিসার/সহকারী রিটার্নিং অফিসারগণ ভোটকেন্দ্রের সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন।

৫.৫ মেডিকেল টিম স্থাপন

ভোটারগণ সকলেই বয়স্ক বিবেচনায় ভোটকেন্দ্রে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৬. মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়/সংগ্রহ

স্থানীয়ভাবে রিটার্নিং অফিসারগণকে যে-সব মনিহারি দ্রব্যাদি ক্রয়/সংগ্রহ করতে হবে তার তালিকা নিম্নরূপ:

ক) ক্রয়

১.	কলম	-	ভোটকেন্দ্রের কাজে নিয়োজিত প্রতি অফিসারের জন্য একটি
২.	সাদা কাগজ	-	প্রতি ভোটকেন্দ্রে আধা দিস্তা
৩.	কার্বন	-	প্রতি ভোটকেন্দ্রে ২ শিট
৪.	ছুরি	-	প্রতি ভোটকেন্দ্রে ১টি

৭.৩ ভোটকেন্দ্রে প্রার্থীর প্রতিনিধির উপস্থিতি: ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেলের পক্ষে ১ (এক)জন করে মুক্তিযোদ্ধা এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী নিজে কিংবা তাঁর প্রতিনিধি (যিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা) উপস্থিত থাকতে পারবেন।

৭.৪ ভোট গ্রহণ বন্ধ ঘোষণা: যদি নির্বাচন চলাকালীন কোনো সময় প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণে ভোট গ্রহণ বিঘ্নিত বা বাধাগ্রস্ত হয় এবং ভোট গ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুনরায় তা শুরু করা সম্ভব না হয়, তা হলে তিনি অনতিবিলম্বে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম বন্ধ করবেন এবং রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত কোনো ব্যালট বাক্স প্রিজাইডিং অফিসারের হেফাজত হতে বেআইনিভাবে অপসারণ করা হলে বা দুর্ঘটনাক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করা হলে বা হারিয়ে গেলে সে ক্ষেত্রে উক্ত ভোটকেন্দ্রের ফলাফল নির্ধারণ করা যাবে না, সে ক্ষেত্রেও প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গ্রহণ বন্ধ করে দেবেন এবং রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন। রিটার্নিং অফিসার অনতিবিলম্বে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং যথা শীঘ্র সম্ভব নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন নিয়ে নতুনভাবে ভোট গ্রহণের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করবেন।

৭.৫ পুনঃ ভোট গ্রহণ/নতুনভাবে ভোট গ্রহণের অনুমতি

নির্বাচন কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, বিভিন্ন কমান্ড নির্বাচনে বিভিন্ন পদে অন্যান্য ভোটকেন্দ্রের ভোটের ফলাফলের দ্বারা নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারণ করা সম্ভব নয়, তবে ভোট গ্রহণ বন্ধ রাখা কেন্দ্র/কেন্দ্রসমূহে পুনরায় ভোট গ্রহণের অনুমতি দিবে।

৮. ভোট গণনা

প্রিজাইডিং অফিসার ভোটকেন্দ্রে নিয়োজিত অন্যান্য ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের নিয়ে ভোট গ্রহণের নির্ধারিত সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পর ভোটকেন্দ্রেই ভোট গণনার কাজ শুরু ও শেষ করবেন।

৮.১ ভোট গণনার প্রাথমিক কার্যক্রম

ভোট গ্রহণের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে বিভিন্ন ভোট কক্ষে ব্যবহৃত ব্যালট বাক্সগুলো একটি বড়ো কক্ষে এনে সকল ব্যালট বাক্স হতে ব্যালট পেপার বের করতে হবে। ব্যালট পেপারগুলো বের করে তিন স্তরের তিন ধরনের (মহানগর কমান্ড দুই ধরনের ব্যালট পেপার) পৃথক পৃথকভাবে সাজিয়ে গণনা করতে হবে। উল্লিখিত ব্যালট পেপারের মধ্যে যেগুলো সঠিকভাবে ভোটাধিকার প্রদান করা হয়নি সেগুলোকে বাতিল ব্যালট বলে গণ্য করে আলাদা একটি প্যাকেটে রাখতে হবে। উক্তরূপ কার্যক্রমও প্রার্থীর এজেন্ট/প্রতিনিধির উপস্থিতিতে সম্পন্ন করতে হবে। কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের ভোট গণনা সর্বাগ্রে শুরু ও শেষ করতে হবে। অতঃপর জেলা/মহানগর কমান্ড এবং সর্বশেষ উপজেলা কমান্ডের ভোট গণনা শুরু ও শেষ করতে হবে।

৮.২ ভোট গণনার বিবরণী প্রস্তুতকরণ

প্রিজাইডিং অফিসার তিন স্তরের কমান্ড কাউন্সিলের বিভিন্ন পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীগণের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা উল্লেখ করে কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল, জেলা/মহানগর ও উপজেলা কমান্ডের আলাদা ভোট গণনার ০৫ (পাঁচ) সেট বিবরণী প্রস্তুত করবেন। উক্ত ভোট গণনার ০১ (এক) সেট বিবরণী ভোটকেন্দ্রে টাঙানো হবে ও ক্ষেত্র বিশেষে প্রার্থীদের বিতরণের লক্ষ্যে একাধিক কপি তৈরি করতে হবে। ভোট গণনার সময় উপস্থিত প্রার্থী/প্রার্থীর প্রতিনিধির স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে।

অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক /অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জেলা/মহানগর কমান্ড নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করবেন। অনুরূপভাবে কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের রিটার্নিং অফিসার কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল নির্বাচনের বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করবেন।

১০.২ নির্বাচিত প্রার্থীদের নাম-ঠিকানা গেজেটে প্রকাশ

রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে প্রাপ্ত বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের বিভিন্ন স্তরের পদভিত্তিক নির্বাচিত প্রার্থীর নাম-ঠিকানা গেজেটে প্রকাশের জন্য নির্বাচন কমিশন সরকারি মুদ্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।

১১. নির্বাচন পরিচালনা ব্যয়

মাঠ পর্যায়ে নির্বাচন পরিচালনার জন্য ব্যয় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নির্বাহ করা হবে।

১২. নির্বাচন কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা

নির্বাচন কমিশনের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচনে বলপ্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন এবং চাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন বিরাজমান অপকর্মের কারণে ন্যায়সংগত ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন পরিচালনা সম্ভব হবে না, সে ক্ষেত্রে কমিশন নির্বাচনের যে-কোনো পর্যায়ে যে-কোন ভোটকেন্দ্রের ভোট গ্রহণ বন্ধ করতে পারবে। কমিশন কোনো ব্যালট পেপার বাতিল বা গ্রহণসহ, এই নির্দেশনার অধীন কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারবে। কমিশন নির্বাচন নিরপেক্ষ, ন্যায়সংগত ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য তার মতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাবলী জারি করতে, ক্ষমতা প্রয়োগ করতে এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আদেশ প্রদান করতে পারবে।

১৩. স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ

মনোনয়নপত্র বিতরণ, গ্রহণ, বাছাই, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের প্রচার-প্রচারণা, ভোট গ্রহণ কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ আয়োজন, সর্বোপরি ভোট গ্রহণের দিন ভোটারদের লাইন ব্যবস্থাপনা এবং ভোটকেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে পালনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৫. প্রচার, পোস্টার ও লিফলেট সংক্রান্ত

ক. বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আসন্ন নির্বাচনে কোনো প্রার্থী/প্যানেল সরকারের কোনো উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি কিংবা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তির নাম, ছবি বা সমর্থনের কথা উল্লেখ করিয়া কোনো ধরনের প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না।

খ. কোনো প্রার্থী কিংবা তাঁহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো দালান, দেওয়াল বা যানবাহনে কোনো প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগাইতে পারিবেন না। তবে পোস্টার, লিফলেট ঝুলাইতে বা টাঙাইতে পারিবেন।

গ. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি লাগানো যাইবে না এবং উক্ত পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃতি বা বিনষ্ট করা যাইবে না।

ঘ. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী নিজের ব্যতীত অন্য কোনো মৃত/জীবিত ব্যক্তির ছবি পোস্টারে ছাপাইতে পারিবেন না।

৬. দেওয়াল লিখন সংক্রান্ত: কোনো প্রার্থী কিংবা তাঁহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি;

ক. দেওয়ালে লিখিয়া কোনো প্রকার নির্বাচনি প্রচারণা চালাইতে পারিবেন না।

খ. কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে দেওয়াল ছাড়াও কোনো দালান, বাড়ি বা ঘরের ছাদ, যানবাহন বা অন্য কোনো স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোনো লিখন বা অঙ্কন করিতে পারিবেন না।

৭. ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জা সংক্রান্ত

ক. নির্বাচনি প্রচারণায় কোনো গেট/তোরণ নির্মাণ করা যাইবে না।

খ. নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোনো প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবেন না।

গ. কোনো সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প স্থাপন করিতে পারিবেন না।

৮. ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত

ক. ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনি কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, নির্বাচন পর্যবেক্ষক, কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকিবে।

খ. পোলিং এজেন্টগণ তাঁহাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করিবেন।

৯. প্রচারণার সময় সংক্রান্ত

ক) প্রার্থিতা চূড়ান্ত হইবার পূর্বে কোনো ব্যক্তি নির্বাচনি প্রচার শুরু করিতে পারিবেন না।

খ) নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষিত সময় হইতে ২৪ ঘণ্টা পূর্বে নির্বাচনি প্রচার বন্ধ করিতে হইবে।

ঘ: পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-২

রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়
বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নির্বাচন ২০২২-২৩
.....
.....

(বিজ্ঞপ্তি)

(চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশসংক্রান্ত)

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নির্বাচনের লক্ষ্যে এতদ্দ্বারা আমি.....
ও রিটার্নিং অফিসার .....
জেলার/মহানগরের.....
(জেলা ও মহানগরের নাম)

.....উপজেলা/জোনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ভোটারগণের অবগতির জন্য প্রকাশ
(উপজেলা/জোনের নাম) করিতেছি।

স্থান: .....

তারিখ: .....

রিটার্নিং অফিসার
স্বাক্ষর ও সিল

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণীয়)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নম্বর.....

মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবক/সমর্থক ..... কর্তৃক

.....তারিখে.....ঘটিকায় আমার কার্যালয়ে দাখিল করা হইল.

রিটার্নিং অফিসার

তারিখ.....

(মনোনয়নপত্র বাছাই করে গ্রহণ/বাতিল সংক্রান্ত রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত)

আমি মনোনয়নপত্রটি বাছাই করিয়াছি। বাছাইঅন্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করা হইল:

রিটার্নিং অফিসার

তারিখ.....

(প্রাপ্তিস্বীকার পত্র)

(এই অংশটুকু মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় দাখিলকারীকে ফেরত দিতে হইবে)

মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবক/সমর্থক.....কর্তৃক

.....তারিখে.....ঘটিকায় আমার কার্যালয়ে আমার নিকট দাখিল করা হয়। মনোনয়নপত্র

.....তারিখে .....ঘটিকায় বাছাই করা হইবে। প্রার্থী অথবা প্রস্তাবক অথবা সমর্থক ঐ সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

রিটার্নিং অফিসার

তারিখ.....

মনোনয়নপত্র পূরণের নিয়মাবলী:

১) মনোনয়নপত্রের প্রতিটি ঘর যথাযথভাবে পূরণ করিতে হইবে। কোনো ঘর অসম্পূর্ণ বা খালি রাখা যাইবে না।

২) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মনোনয়নপত্র ক্রয়ের রসিদ সংযুক্ত করিতে হইবে।

৩) প্রযোজ্য পদের জন্য ধার্যকৃত জামানতের টাকা জমাদানের রসিদ সংযুক্ত করিতে হইবে।

৪) মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবকারী, সমর্থনকারী এবং প্রার্থীর জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।

৫) প্রস্তাবকারী কর্তৃক বর্ণিত নিয়মাবলি প্রতিপালনে ব্যর্থতায় মনোনয়নপত্র বাতিল হইতে পারে।

সংলাগ-খ

জেলা কমান্ড/মহানগর কমান্ড

১)	জেলা কমান্ডার	-	১জন
২)	ডেপুটি জেলা কমান্ডার	-	২জন
৩)	সহকারী কমান্ডার (সাংগঠনিক)	-	১জন
৪)	সহকারী কমান্ডার (প্রচার)	-	১জন
৫)	সহকারী কমান্ডার (তথ্য ও গবেষণা)	-	১জন
৬)	সহকারী কমান্ডার (অর্থ)	-	১জন
৭)	সহকারী কমান্ডার (সাহিত্য ও সংস্কৃতি)	-	১জন
৮)	সহকারী কমান্ডার (ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ)	-	১জন
৯)	সহকারী কমান্ডার (ক্রীড়া)	-	১জন
১০)	সহকারী কমান্ডার (শ্রম ও জনশক্তি)	-	১জন
১১)	সহকারী কমান্ডার (দপ্তর)	-	১জন
১২)	সহকারী কমান্ডার (প্রকল্প ও সমবায়)	-	১জন
১৩)	সহকারী কমান্ডার (শিক্ষা, পাঠাগার ও মিলনায়তন)	-	১জন
১৪)	কার্যকরী সদস্য	-	৩জন
	মোট পদ সংখ্যা	-	১৭টি

প্রথম পাতার পর

(রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পূরণীয়)

মনোনয়নপত্রের ক্রমিক নং/নম্বর.....

এই মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবক/সমর্থক.....কর্তৃক

.....তারিখে.....ঘটিকায় আমার কার্যালয়ে দাখিল করা হইল।

রিটার্নিং অফিসার

তারিখ.....

(মনোনয়নপত্র বাছাই করে গ্রহণ/বাতিল সংক্রান্ত রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্ত)

আমি মনোনয়নপত্রটি বাছাই করিয়াছি। বাছাইঅন্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত প্রদান করা হইল:

রিটার্নিং অফিসার

তারিখ.....

(প্রাপ্তিস্বীকার পত্র)

(এই অংশটুকু মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় দাখিলকারীকে ফেরত দিতে হইবে)

এই মনোনয়নপত্রটি প্রার্থী/প্রস্তাবক/সমর্থক.....কর্তৃক

.....তারিখে.....ঘটিকায় আমার কার্যালয়ে আমার নিকট দাখিল করা হয়। মনোনয়নপত্র

.....তারিখে .....ঘটিকায় বাছাই করা হইবে। প্রার্থী অথবা প্রস্তাবক অথবা সমর্থক ঐ সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন।

রিটার্নিং অফিসার

তারিখ.....

মনোনয়নপত্র পূরণের নিয়মাবলী:

১) মনোনয়নপত্রের প্রতিটি ঘর যথাযথভাবে পূরণ করিতে হইবে। কোনো ঘর অসম্পূর্ণ বা খালি রাখা যাইবে না।

২) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় মনোনয়নপত্র ক্রয়ের রসিদ সংযুক্ত করিতে হইবে।

৩) প্রযোজ্য পদের জন্য ধার্যকৃত জামানতের টাকা জমাদানের রসিদ সংযুক্ত করিতে হইবে।

৪) মনোনয়নপত্রে প্রস্তাবকারী, সমর্থনকারী এবং প্রার্থীর জন্য নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষর প্রদান করিতে হইবে।

৫) প্রস্তাবকারী কর্তৃক বর্ণিত নিয়মাবলি প্রতিপালনে ব্যর্থতায় মনোনয়নপত্র বাতিল হইতে পারে।

সংলাগ-ক

কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল

১)	চেয়ারম্যান	-	১জন
২)	ভাইস চেয়ারম্যান	-	৬জন
৩)	মহাসচিব (প্রশাসন)	-	১জন
৪)	মহাসচিব (অর্থ ও পরিকল্পনা)	-	১জন
৫)	মহাসচিব (কল্যাণ ও পুনর্বাসন)	-	১জন
৬)	যুগ্ম মহাসচিব	-	৪জন
৭)	সাংগঠনিক সম্পাদক	-	১জন
৮)	সহ সাংগঠনিক সম্পাদক	-	৪জন
৯)	সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য	-	১৫জন
১০)	কার্যকরী সদস্য	-	৭জন
	মোট পদ সংখ্যা	-	৪১টি

সংলাগ-খ

জেলা কমান্ড/মহানগর কমান্ড

১)	জেলা কমান্ডার	-	১জন
২)	ডেপুটি জেলা কমান্ডার	-	২জন
৩)	সহকারী কমান্ডার (সাংগঠনিক)	-	১জন
৪)	সহকারী কমান্ডার (প্রচার)	-	১জন
৫)	সহকারী কমান্ডার (তথ্য ও গবেষণা)	-	১জন
৬)	সহকারী কমান্ডার (অর্থ)	-	১জন
৭)	সহকারী কমান্ডার (সাহিত্য ও সংস্কৃতি)	-	১জন
৮)	সহকারী কমান্ডার (ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ)	-	১জন
৯)	সহকারী কমান্ডার (ক্রীড়া)	-	১জন
১০)	সহকারী কমান্ডার (শ্রম ও জনশক্তি)	-	১জন
১১)	সহকারী কমান্ডার (দপ্তর)	-	১জন
১২)	সহকারী কমান্ডার (প্রকল্প ও সমবায়)	-	১জন
১৩)	সহকারী কমান্ডার (শিক্ষা, পাঠাগার ও মিলনায়তন)	-	১জন
১৪)	কার্যকরী সদস্য	-	৩জন
	মোট পদ সংখ্যা	-	১৭টি

সংলাগ-গ

উপজেলা কমান্ড

১)	উপজেলা কমান্ডার	-	১জন
২)	উপজেলা ডেপুটি কমান্ডার	-	১জন
৩)	সহকারী কমান্ডার (সাংগঠনিক)	-	১জন
৪)	সহকারী কমান্ডার (পুনর্বাসন, সমাজকল্যাণ-শহিদ ও যুদ্ধাহত)	-	১জন
৫)	সহকারী কমান্ডার (তথ্য ও গবেষণা)	-	১জন
৬)	সহকারী কমান্ডার (অর্থ)	-	১জন
৭)	সহকারী কমান্ডার (ক্রীড়া ও সংস্কৃতি)	-	১জন
৮)	সহকারী কমান্ডার (দপ্তর ও পাঠাগার)	-	১জন
৯)	সহকারী কমান্ডার (ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ)	-	১জন
১০)	কার্যকরী সদস্য	-	২জন
	মোট পদ সংখ্যা	-	১১টি